তারিখ 26 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

সমকাল

সমকাল-গণসাক্ষরতা অভিযান গোলটেবিল আলোচনা

আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা চালু হোক আগামী শিক্ষাবর্ষেই

■ সমকাল প্রতিবেদক

আগামী ২০১৭ শিক্ষাবর্ষেই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদান চালু করতে হলে চলতি বছরেই তাদের পাঠ্যবই ছাপাতে হবে। ইতিমধ্যে পাঁচটি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুদের পাঠ্যবই তৈরির কাজ ৯০ শতাংশ শেষ হয়েছে। সদিচ্ছা থাকলে চলতি বছরের মধ্যেই বাকি কাজ শেষ করে পাঠ্যবই প্রকাশ করা সম্ভব। পাশাপাশি অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর শিশুদেরও তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে আদিবাসীদের সংস্কৃতি রক্ষার কথা বলা হয়েছে। পার্বত্য শান্তি চুক্তির একটি ধারায়ও বলা হয়েছে, আদিবাসীরা তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষার অধিকার পাবে। এ চুক্তির বাস্তবায়নে ও আদিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে সরকারের পক্ষ থেকে গুরুত্ব দিয়ে এ কাজটি শেষ করতে হবে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সমকাল-গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১ ● ছবি পৃষ্ঠা : ১৯

আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

'আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষা : নাগরিক সমাজের অভিমত' শীর্ষক এক গোলটেবিল আলোচনায় বক্তারা এসব কথা বলেন। বক্তারা আদিবাসী মাতৃভাষায় পাঠদানের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট তৈরিরও প্রস্তাব করেছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় আয়োজিত এ গোলটেবিলে অংশ নেন সংসদ সদস্য, শিক্ষাবিদ, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) সদস্য, গণমাধ্যমকর্মীসহ বিশিষ্টজন। আলোচনা সঞ্চালনা করেন সমকালের নির্বাহী সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি ও গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাস।

রাজধানীর তেজগাঁও শিল্প এলাকায় সমকাল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেন সংসদ সদস্য ফজলে হোসেন বাদশা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শফি আহমেদ, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, এনসিটিবির সদস্য (প্রাথমিক শিক্ষাক্রম) ড. সরকার আবদুল মান্নান, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, সমকালের সহযোগী সম্পাদক অজয় দাশগুপ্ত, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর পরিচালক (পরিকল্পনা) আবুল কাশেম, সেভ দ্য চিলড্রেন-এর অ্যাডভাইজর (এডুকেশন) ম. হাবিবুর রহমান, ইউনেস্কো বাংলাদেশ-এর প্রোগ্রাম অফিসার শিরিন আক্তার, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক (ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট) ডা. শামীম ইমাম, ব্র্যাকের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার তপুন কুমার আচার্য, আদিবাসী জাবারাঙ কল্যাণ কমিটির নির্বাহী পরিচালক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, জাতীয় আদিবাসী পরিষদের নেতা মানিক সরেন, কালচারাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির নেতা বাঁধন আরেং এবং সিপ্রাড-এর নির্বাহী পরিচালক অ্যালবার্ট মানকিন। আলোচনায় 'মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষিক শিক্ষা পরিস্থিতি : বর্তমানের বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সৌরভ শিকদার।

মূল প্রবন্ধে সৌরভ শিকদার বলেন, 'বাংলাদেশে মোট আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রায় ৫০টি। তাদের সংখ্যা ৩০ লাখ। এদেশে মোট আদিবাসী ভাষা রয়েছে ৩৩টি। তার মধ্যে বর্ণমালা (স্ক্রিপ্ট) রয়েছে সাতটির। নিজস্ব মাতৃভাষায় শেখার ব্যবস্থা না থাকায় এসব শিশুরা বাধ্য হচ্ছে বিদ্যালয়ে গিয়ে বাংলা ভাষায় শিক্ষা নিতে।' তিনি বলেন, 'নিজস্ব ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় বিদ্যালয় থেকে আদিবাসী শিশুদের ঝরে পড়ার হার অনেক বেশি। এসব শিশুদের শিক্ষার জন্য তাদের আগ্রহ ও আস্থার জায়গাটুকু সৃষ্টি করতে হবে। এজন্য দরকার নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষাদান।'

আলোচনায় ফজলে হোসেন বাদশা এমপি বলেন, 'জাতীয় শিক্ষানীতিতে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে রাজনীতিবিদ হিসেবে আমরা আমাদের কাজটুকু শেষ করেছি। বাকি কাজ পাঠ্যবই লেখা, সম্পাদনা, মুদ্রণ, শিক্ষক নিয়োগ– এগুলো নীতিনির্ধারক আমলা ও শিক্ষকদের কাজ।' তিনি বলেন, 'দেশের উত্তরাঞ্চলের বিশাল এলাকাজুড়ে সাঁওতালদের বাস। তাদের জন্য একইসঙ্গে বাংলা ও রোমান হরফে পাঠ্যবই রচনা করা যেতে পারে। বাংলা ভাষায় অন্তত হাজারখানেক শব্দ সাঁওতাল ভাষা থেকে এসেছে। দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে অনেক সাঁওতাল শিক্ষক রয়েছেন। তারা তাদের মাতৃভাষায় তাদের শিশুদের শিখন-পঠনে সহায়তা দিতে পারেন।'

সরকার আবদুল মান্নান বলেন, 'ভাষার সঙ্গে 'পাওয়ার' (শক্তি) ও আইডেনটিটি জড়িত। একটি আদিবাসী শিশু স্কুলে গিয়ে অন্য ভাষায় পড়ালেখা করলে সে তার আত্মপরিচয় খুঁজে পায় না।' তিনি বলেন, 'এনসিটিবির টিচিং লারনিং যেসব ম্যাটেরিয়াল আছে, তা আদিবাসী কোনো ভাষায় আজ পর্যন্ত অনুবাদ করা যায়নি। এটা করা দরকার। আমাদের দেশে আদিবাসী ভাষায় বই ছাপানোর মুদ্রণযন্ত্র আছে বলে জেনেছি। তবে বিভিন্ন আদিবাসী ভাষায় বই রচনা করলেই হবে না, সেসব পড়ানোর মতো যোগ্য শিক্ষক আছে কি-না তা বিবেচনায় নিতে হবে। একটি ভাষায় একটি ক্লাসে মোট কতজন শিক্ষার্থী আছে, যদি একই ক্লাসে একাধিক ভাষার শিক্ষার্থী থাকে তাহলে টিচিং লারনিং অ্যাপ্রোচ কী হবে? এসব বিষয় আরও ভাবতে হবে।'

অধ্যাপক শফি আহমেদ বলেন, 'শিক্ষক স্বল্পতা নিয়ে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। পাঠদান শুরু হলে শিক্ষক পাওয়া যাবেই। শিশুদের মধ্যে তাদের মাতৃভাষায় বই পৌঁছানোটাই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, 'প্রাক-প্রাথমিক স্তরের যেসব পাঠ্যবই রচনা করা হচ্ছে তার সঙ্গে প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবইয়ের সংযোগ থাকা দরকার। শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের জন্য পাঁচসালা ও দশসালা পরিকল্পনাও করা যেতে পারে।' সময়োপযোগী এ আলোচনা আয়োজনের জন্য সমকাল ও গণসাক্ষরতা অভিযানকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, 'আমি এ সরকারের জোরালো সমর্থক। তবু বলব, আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করা যায়নি। কারণ এ নিয়ে সরকারের সদিচ্ছার অভাব আছে। নইলে এ কাজে তো এত সময় লাগার কোনো কারণ নেই। দুঃখজনক হলেও সত্য, এই সরকার ও আগের সব সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি এ বিষয়ে একইরকম। এসব কথা এখন সোজাসাপটা বলার সময় এসেছে।' তিনি প্রশ্ন করেন, '২০১০ সালে শিক্ষানীতি করা হয়েছে, ২০১৬ সালেও কেন বাস্তবায়ন হয় না?' তিনি আদিবাসীদের ভাষা শিক্ষার জন্য একটি ট্রাইবাল ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো পরিচালক (পরিকল্পনা) আবুল কাশেম বলেন, 'সব জাতিগোষ্ঠী তাদের মাতৃভাষায় শিক্ষা পাবে, এটাই সকলের কাম্য। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে শুধু মাতৃভাষায় বই দিলেই হবে না; সঙ্গে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকও দিতে হবে। কারণ ক্লাসে শিক্ষক যদি শিশুদের তাদের মাতৃভাষায় ঠিকভাবে পড়াতেই না পারেন, তবে সব চেষ্টাই বৃথা যাবে।' তিনি মন্তব্য করেন, আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের পাশাপাশি এ ব্যাপারে একটি বাস্তবসম্মত নীতিমালাও জরুরি।

শিরিন আখতার বলেন, 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এখন ইউনেস্কোর অধীনে। প্রয়োজনে সেখান থেকে সহায়তা নিয়ে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের যোগসূত্র তৈরি করা যেতে পারে।'

মুস্তাফিজ শফি বলেন, 'মানুষের সব রকম শুভ উদ্যোগে সমকাল পাশে থাকবে। আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষার এই দাবি যেন এ বছরের মধ্যেই পূরণ হয়, আগামী শিক্ষাক্রম তৈরির সময় যেন এর প্রয়োগ ঘটে, সেটি আমরা দেখতে চাই।'

অজয় দাশগুপ্ত বলেন, 'সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক নিয়ে জটিলতা থাকবে না।' তিনি বলেন, 'ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে সরকার কাজ করছে। কিন্তু দেশের মানুষ নিজ প্রয়োজনের কারণেই দ্রুত প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠছে।' জাতীয় আদিবাসী পরিষদের নেতা মানিক সরেং নিজ মাতৃভাষায় পড়ার সুযোগ পাননি বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন। আগামী প্রজন্মও ওই সুযোগ পাবে কি-না, তা নিয়েও তিনি সংশয় প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় পাঠদানের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি আদিবাসীদের নিজস্ব সংস্কৃতি সংরক্ষণও করতে হবে।' তিনি জানান, আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় পাঠদানের জন্য যে বই করা হচ্ছে তার মান যাচাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য স্কুলে দেওয়ার আগে এসব বই মাঠ পর্যায়ে অভিভাবকদের কাছে নিয়ে যেতে হবে। বই নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।

কালচারাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির (সিডিএস) সাধারণ সম্পাদক বাঁধন আরেং বলেন, 'গত কয়েক বছর ধরেই আদিবাসী শিশুদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় বই তৈরির কথা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু বছরের শুরুতে পাঠ্যবই প্রদানের সময় আদিবাসী শিশুরা নিজস্ব ভাষার বই পাচ্ছে না। তাই এ উদ্যোগ এখন প্রশ্নের মুখোমুখি।' তিনি বলেন, 'ময়মনসিংহে গারোদের বসবাস। সেখানে কমপক্ষে ২০০ স্কুল রয়েছে। ওইসব স্কুলে গারো শিক্ষক রয়েছেন। এসব শিক্ষককে নিজস্ব ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হলে শিক্ষক সংক্রান্ত জটিলতা থাকবে না।' অ্যালবার্ট মানকিন বলেন, 'আমাদের মধ্যে এখন হতাশা বিরাজ করছে।'

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড সিএইচটি প্রজেক্টের পরিচালক ডা. শামীম ইমাম বলেন, 'আদিবাসীরা তাদের নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করবে, এটা তাদের অধিকার। আর এ অধিকারের প্রতি বিশ্বাস রেখেই মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসীদের নিজ ভাষায় শিক্ষার কাজ করছে। পাশাপাশি নিজ ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালও করা হয়েছে। শিগগিরই এ নিয়ে এনসিটিবির সঙ্গে এ নিয়ে যোগাযোগ করা হবে।'

আদিবাসীদের নিজ ভাষায় শিক্ষাদান করতে গিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে ডা. শামীম বলেন, 'চাকমা শিক্ষকরা নিজস্ব ভাষায় বলতে ও লিখতে পারেন না। আমরা যারা শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য যাই, তাদের মতো ওই টিচাররাও ওইসব ভাষার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকেন।' বিভিন্ন এনজিও আদিবাসীদের নিজ ভাষায় শিক্ষাদান কর্মসূচি চালাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এসব শিক্ষাদানের মান কেমন তা অবশ্যই যাচাই করে দেখা উচিত। পাশাপাশি এটাও দেখা উচিত, এসব পাঠদান শিশুতোষ কি-না।'

সেভ দ্য চিলড্রেন-এর সেক্টর অ্যাডভাইজার (এডুকেশন) ম. হাবিবুর রহমান বলেন, 'লিখিত আকারে না থাকলে ভাষা খুব সহজে হারিয়ে যায়। তাই মৌখিক সাহিত্য লিপিবদ্ধের উদ্যোগ নিতে হবে। পাঠদানের জন্য বইসহ আনুষঙ্গিক সামগ্রী সংশ্লিষ্টদের কাছে পৌঁছালেই হবে না; এ প্রকল্প সফল করার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে। তিনি বলেন, দেশে বিচ্ছিন্নভাবে ১১টি ইনস্টিটিউট ভাষা নিয়ে কাজ করে। সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করলে বিলুপ্তপ্রায় অনেক ভাষা সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে।